রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ

ব্রহ্ম

রামানুজের সম্প্রদায় "শ্রীসম্প্রদায়" নামে পরিচিত। রামানুজের মতে ব্রহ্ম সর্বোচ্চ বা সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব বা সত্য, কিন্তু একমাত্র তত্ত্ব নহেন, কারণ জীব এবং জগৎও ব্রহ্মেরই ন্যায় সত্য। এ স্থলে 'সর্বোচ্চ' বা 'সর্বশ্রেষ্ঠ' শব্দের প্রকৃত অর্থ কি — এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন। সাধারণতঃ, 'সর্বোচ্চ' 'সর্বশ্রেষ্ঠ' প্রভৃতি শব্দ ক্রমবর্ধিত পরিমাণসূচক। যথা, উচ্চ, উচ্চতর, উচ্চতম বা সর্বোচ্চ। চন্দ্রনাথ পর্বত উচ্চ, বিন্ধ্যপর্বত উচ্চতর, হিমালয় পর্বত উচ্চতম। এ স্থলে, 'উচ্চতা' রূপ ধর্মটি তিনটি পর্বতেই বর্তমান, কিন্তু সমপরিমাণে নহে। চন্দ্রনাথ পর্বতে ইহা যে পরিমাণে বর্তমান, বিন্ধ্যপর্বতে উহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে, এবং হিমালয় পর্বতে আরও অধিক পরিমাণে বর্তমান। সুতরাং, উচ্চতার দিক হইতে এই তিনটি পর্বতের মধ্যে গুণগত ভেদ নাই, যেহেতু একই ধর্ম 'উচ্চতা' তিনটিতেই বিদ্যমান; কিন্তু পরিমাণগত ভেদ আছে, যেহেতু কেহ অল্প উচ্চ, কেহ অধিক। এরূপে ব্রহ্ম, জীব ও জগৎকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া ব্রহ্মকেই সর্বোচ্চ তত্ত্ব বলিলে ইহা মনে হওয়া আশ্চর্য নহে যে 'সত্যতা' এই ধর্মের দিক হইতে উক্ত তত্ত্বত্রয়ের ভিতর পরিমাণগত ভেদ আছে। অর্থাৎ 'সত্যতা' ধর্মটি অধিক পরিমাণে ব্রহ্মে নিহিত; কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে জীবজগতে বিদ্যমান; এবং সেই হেতু ব্রহ্ম অধিক সত্য, জীবজগৎ তুলনায় অল্প সত্য। কিন্তু রামানুজ প্রমুখ বৈষ্ণব বৈদান্তিকগণ সত্যতার ঈদৃশ পরিমাণভেদ (degrees of reality) স্বীকার করেন না। জীব ও জগৎ ব্রহ্ম হইতে অল্প সত্য নহে, সমান সত্য। সত্যতার দিক হইতে ব্রহ্ম ও জীবজগতের ভিতর বিন্দুমাত্রও প্রভেদ নাই; ব্রহ্ম যে পরিমাণে সত্য, জীবজগৎও সেই একই পরিমাণে সত্য, কারণ জীব ও জগৎ ব্রহ্মের অংশ, এবং অংশ ও অংশী সমভাবে সত্য। তাহা হইলে ব্রহ্মকে 'সর্বোচ্চ' তত্ত্ব বলিবার অর্থ কি? অর্থ এই যে, অপর দুইটি তত্ত্ব ব্রহ্মের ন্যায় সম্পূর্ণ সমান সত্য হইলেও তাহারা ব্রহ্মাশ্রিত, পরাধীন ও ব্রহ্মান্তর্গত, কিন্তু ব্রহ্মই একমাত্র স্বাধীন সত্তা। (পরবর্তী "ব্রহ্মের সহিত জীবজগতের সম্বন্ধ", দেখুন পৃ. ৩৪)

অদ্বৈতবাদিগণও সত্তার পরিমাণভেদ স্বীকার করেন না। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে (পৃ. ১০) সত্তাত্রৈবিধ্যবাদমতে জীবজগতের ব্যাবহারিক এবং রজ্জুতে সর্পভ্রমের প্রাতিভাসিক সত্তা থাকিলেও, প্রকৃতপক্ষে তাহারা সত্তাবান অথবা সৎ নহে মিথ্যা মাত্র। সুতরাং এরূপ বলা চলে না যে, ব্রহ্ম সর্বাপেক্ষা অধিক সত্য, জীবজগৎ তাঁহার অপেক্ষা অল্প সত্য, স্বপ্ন ও ভ্রম জীবজগৎ অপেক্ষাও আরও অল্প সত্য। বস্তুতঃ, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, এবং পারমার্থিক দৃষ্টিতে জীবজগৎ ও স্বপ্ন ভ্রম ইত্যাদি অল্পমাত্রায় অথবা স্বল্প পরিমাণেও সত্য নহে। সুতরাং, সত্যতার পরিমাণভেদ নাই। কিন্তু অদ্বৈতবাদিগণের সহিত রামানুজ-নিম্বার্ক-প্রমুখ বৈদান্তিকগণের বিশেষ প্রভেদ এই যে, প্রথমোক্ত বৈদান্তিকগণ সত্তার পরিমাণ ও প্রকারভেদ কোনোটাই স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে ব্রহ্মই একমাত্র সৎ, অন্য প্রকারের সৎ বস্তু আর কিছুই নাই। কিন্তু শেষোক্ত বৈদান্তিকগণের মতে সত্তার পরিমাণভেদ না থা[...]লেও প্রকারভেদ আছে। জীব ও জগৎ ব্রহ্মেরই সমপরিমাণ সৎ ও নিত্য বলিয়া, সত্তার দিক হইতে তাহারা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও এবং ব্রহ্মের কার্য, শক্তি ও অংশরূপেও ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইয়াও, তাহারা ব্রহ্ম হইতে স্বভাবতঃ ভিন্ন। অর্থাৎ, প্রকারভেদে সত্তা তিনটি— ব্রহ্মসত্তা, জীবসত্তা ও জগৎসত্তা।

রামানুজমতেও ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্ (ছান্দোগ্যোপনিষদ ৬।২।১)। ব্রহ্ম একমাত্র তত্ত্ব না হইলেও তাঁহার একত্বের ও অদ্বিতীয়ত্বের হানি ঘটে না, কারণ অপর দুইটি তত্ত্ব— জীব ও জগৎ— ব্রহ্মের অন্তর্গত ও আশ্রিতরূপেই সত্য, তাঁহার বহির্ভূত অথবা স্বাধীন ভাবে নহে। ব্রহ্মের সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ অবশ্য থাকিতে পারে না, কারণ সর্বব্যাপী সর্বশক্তিমান্ ব্রহ্মের বহির্ভূত সজাতীয় অথবা ভিন্নজাতীয় কিছুই নাই যাহা তাঁহার সমকক্ষ, উচ্চস্তরীয়, অথবা নিম্নস্তরীয়। কিন্তু তাঁহার স্বগতভেদ নিশ্চয়ই আছে। জীব ও জগৎ তাঁহার স্বগতভেদ (পৃ. ৫ দেখুন)। তাঁহারা সম্পূর্ণভাবে ব্রহ্মান্তর্গত বলিয়া, ব্রহ্মের ন্যায় সত্য হইলেও ব্রহ্মের 'দ্বিতীয়' নহে। যথা—"এই উদ্যানে কেবল একটি মাত্র বৃক্ষই আছে"— এ স্থলে বৃক্ষান্তর্গত পত্রপুষ্পাদি বৃক্ষেরই ন্যায় সত্য হইলেও, তাহারা বৃক্ষের 'দ্বিতীয়' নহে বলিয়া উদ্যানে বৃক্ষটি এক ও অদ্বিতীয় নিশ্চয়ই।

অতএব ব্রহ্ম নির্বিশেষ নহেন, সবিশেষ। বস্তুতঃ, ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব কোনো প্রমাণের দ্বারাই স্থাপিত করা যায় না। প্রত্যক্ষ, অনুমান বা আগম সবিশেষ

Scanned with CamScanner

বস্তুরই অস্তিত্ব প্রমাণ করে, নির্বিশেষ বস্তুর নহে। প্রথমতঃ, প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয় আলোচনীয়। প্রত্যক্ষ-দ্বারা আমরা সর্বদাই সবিশেষ অথবা ভেদবিশিষ্ট বস্তুরই জ্ঞান লাভ করিতে পারি। যথা, আমরা প্রত্যক্ষ করি "এই পুষ্পটি শ্বেত", "এই গো কৃষ্ণবর্ণ" ইত্যাদি। এ স্থলে, 'পুষ্প' 'গো' প্রভৃতি বস্তু সবিশেষ ও সগুণরূপেই প্রতিভাত হয়। 'পুষ্প' সবিশেষ, যেহেতু ইহা অন্যান্য সজাতীয় পুষ্পের সমতুল হইলেও তাহা হইতে ভিন্ন, এবং অন্যান্য বিজাতীয় পুষ্প ও দ্রব্যাদি হইতেও ভিন্ন রূপে প্রতীত হয়; তদ্ভিন্ন, ইহার স্বগত ভেদও বিদ্যমান। পুনরায় 'পুষ্প' সগুণ, যেহেতু ইহা 'শ্বেতত্ব' প্রভৃতি ধর্মের ধর্মীরূপেই প্রত্যক্ষ হয়। অতএব, ৫, বিশেষ, গুণ প্রভৃতি-বিশিষ্ট বস্তুরই প্রত্যক্ষ হয়। প্রকৃতপক্ষে, "ইদম্ ইত্থম্" "ইহা এই প্রকার"—এইরূপ প্রতীতি হয়। সুতরাং, সর্ববিশেষশূন্য ও সর্বধর্মরহিত বস্তুর প্রত্যক্ষ কদাপি হইতেই পারে না। প্রত্যক্ষ দুই প্রকার— নির্বিকল্পক ও সবিকল্পক। নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষকালে আমরা বস্তুবিশেষকে প্রথমবার দর্শন করি, এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাহার জাতিগত সাধারণ ধর্ম এবং ব্যক্তিগত বিশেষ ধর্মও প্রত্যক্ষ করি। সবিকল্পক প্রত্যক্ষকালে আমরা সেই জাতীয় বস্তুকেই দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি বার দর্শন করি এবং তাহাদের জাতিগত ও ব্যক্তিগত ধর্মের প্রত্যক্ষ ব্যতীতও, জাতিগত ধর্মটি যে সকল সমজাতীয় বস্তুতেই বর্তমান— ঈদৃশ জ্ঞানলাভও করি। যথা, আমরা একটি গো প্রথমবার প্রত্যক্ষ করিলে তাহার জাতিগত গুণ 'গোত্ব' ও ব্যক্তিগত বিশেষ গুণ 'কৃষ্ণত্ব' প্রভৃতি দর্শন করি। ইহা নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ। পরে দ্বিতীয় তৃতীয় বার গো দর্শন করিলে তাহাদের জাতিগত ও ব্যক্তিগত গুণ ব্যতীতও, 'গোত্ব' যে সকল গো-তে নিহিত আছে, এই জ্ঞানও লাভ হয়। ইহা সবিকল্পক প্রত্যক্ষ। অতএব, প্রত্যক্ষ সর্বদাই সবিশেষ বস্তু-বিষয়ক জ্ঞান। অনুমানও তদ্রূপ। যথা, "সকল মানবই মরণধর্মী, রাম মানববিশেষ, অতএব রামও মরণধর্মী।" এ স্থলে রাম অপরাপর মানবগণের ন্যায় মানবধর্মী বলিয়া তাহাদের ন্যায় মরণধর্মীও নিশ্চয়, এইরূপ অনুমান করা হয়। সুতরাং রাম ও অন্যান্য মানবের সাদৃশ্যই উক্ত অনুমানের মূলভিত্তি। কিন্তু "সাদৃশ্যে"র অর্থ 'অভেদত্ব' নহে, ভেদ ও অভেদ উভয়ই। অতএব, অনুমানও সবিশেষ বস্তু-বিষয়ক জ্ঞান। শব্দ, পদ, বাক্য, প্রভৃতিও সবিশেষ বস্তুরই নির্দেশক। তজ্জন্য আগমও নির্বিশেষ বস্তু-প্রতিপাদনে অসমর্থ। সুতরাং, ব্রহ্মের নির্বিশেষত্ব অপ্রামাণিক, অসম্ভব কথা মাত্র।

ব্রহ্ম সগুণ, নির্গুণ নহেন। তিনি অনন্ত, অসংখ্য গুণের আধার; অর্থাৎ তিনি সকল কল্যাণ গুণের আকর ও সকল হেয় গুণ-বর্জিত। শ্রুতিতে বারংবার তাঁহার গুণ, শক্তি, ক্রিয়া প্রভৃতির উল্লেখ আছে। শ্বেতাশ্বতর বলিয়াছেন, "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" (৬-৮)। ছান্দোগ্যও বলিয়াছেন, তিনি সত্যকাম, সত্যসংকল্প, ক্ষুধা-তৃষ্ণা-শোক-জরা-পাপ-রহিত (৮-১-৫) ইত্যাদি। কোনো কোনো স্থলে অবশ্য ব্রহ্মকে নির্গুণ বলিয়াও উল্লেখ করা হইয়াছে, যথা "সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ" (শ্বেতাশ্বতর ৬-১১) ইত্যাদি। কিন্তু ঈদৃশ নির্গুণবাক্য ব্রহ্মের জড়ত্ব, ক্ষুদ্রত্ব প্রভৃতি হেয়গুণ নিষেধক -মাত্র। "ব্রহ্ম" শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ "বৃহত্তমশালী" (বৃহ+মন্)। যিনি স্বরূপতঃ ও গুণতঃ বৃহত্তম, তিনিই ব্রহ্ম। ব্রহ্মের অসংখ্য গুণাবলীর মধ্যে সৎ, চিৎ ও আনন্দ মুখ্য। তজ্জন্য সংক্ষেপে ব্রহ্মকে 'সচ্চিদানন্দ' রূপে অভিহিত করা হয়। সৎ, চিৎ ও আনন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ ও গুণ উভয়ই। ব্রহ্ম শুধুই সৎ নহেন, সত্তাবানও; শুধুই জ্ঞান নহেন, জ্ঞাতা অথবা সর্বজ্ঞও; শুধুই আনন্দ নহেন, আনন্দময়ও। সৎ ও সত্তাবান রূপে তিনি জগতের স্রষ্টা ও পালক; জ্ঞান ও জ্ঞাতারূপে তিনি জীবের জ্ঞানের কারণ; আনন্দ ও আনন্দময়রূপে তিনি সকল আনন্দের উৎস। তাঁহার গুণাবলী দুই শ্রেণীর— ভীষণ ও মধুর। একপক্ষে ব্রহ্ম জগতের স্রষ্টা ও চালক। তাঁহারই কঠোর শাসনে এই বিশাল বিশ্বচরাচরের মহৎ ক্ষুদ্র প্রত্যেক বস্তু স্বীয় কার্য সুশৃঙ্খলভাবে সম্পাদন করিতেছে। সেজন্য শ্রুতি তাঁহাকে "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্" (কঠোপনিষৎ ২-৩-২) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। উদ্যত বজ্রের ন্যায় অতি ভীষণ ব্রহ্মের ভয়ে অগ্নি তাপ দিতেছে, সূর্য আলোক বিকিরণ করিতেছে, বায়ু প্রবাহিত হইতেছে (বৃহদারণ্যক ৩-৮-৯)। তাঁহার শক্তি ও মহিমা অপার ও অতুলনীয়। ন্যায়ের দিক হইতেও তিনি কঠোর বিচারক। তিনি জীবের কর্মানুসারে যথাযথ ফলের ব্যবস্থা করিতেছেন। কিন্তু ঈদৃশ ভীষণ শাসক ও বিচারক হইলেও ব্রহ্ম কোমল গুণাবলীরও আকর। তিনি পরমকরুণাময়, ত্রাতা এবং ভক্তবৎসল। মুক্তি তাঁহারই দান। তিনি আনন্দনিলয় ও সকল সৌন্দর্যের আকর।

ব্রহ্ম জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। সাধারণতঃ, উপাদান ও নিমিত্তকারণ পরস্পরভিন্ন হয়। যথা, মৃন্ময় ঘটের উপাদানকারণ মৃত্তিকা, নিমিত্তকারণ কুম্ভকার প্রভৃতি। কিন্তু ব্রহ্ম স্বয়ং জগতের অভিন্ন নিমিত্ত ও উপাদানকারণ। তাঁহার অসংখ্য গুণসমূহের মধ্যে চিৎ ও অচিৎ অন্যতম। চিৎ গুণের সাহায্যে তিনি জীব

Scanned with CamScanner

এবং অচিৎ গুণের সাহায্যে জগৎ সৃষ্টি করেন। জীবজগৎ তাঁহার পরিণাম, অর্থাৎ সত্য কার্য। কিন্তু, ইহা সত্ত্বেও, ঊর্ণনাভ যেরূপ তন্তুর কারণ হইয়াও তন্তুতে পরিণত হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্মও জীবজগতের কারণ হইয়াও স্বয়ং অপরিণত ও অপরিবর্তিতই থাকেন।

ব্রহ্ম নির্বিকার হইলেও নিষ্ক্রিয় নহেন। জীবের দিক হইতে তাঁহার দুইটি প্রধান কার্য— সৃষ্টি ও মুক্তি। তিনি জীবের কর্মানুসারে সংসার সৃষ্টি করিতেছেন; এবং পুনরায় তাহার সাধনে প্রীত হইয়া তাহাকে মোক্ষফল প্রদান করিতেছেন। জীবের প্রয়োজনের জন্যই, তিনি কর্মে প্রবৃত্ত হন, নিজের জন্য নহে, কারণ তিনি স্বয়ং নিত্যতৃপ্ত ও আপ্তকাম। সুতরাং তাঁহার নিজের দিক হইতে সৃষ্টি তাঁহার লীলা অথবা ক্রীড়া মাত্র, অভাবমূলক প্রচেষ্টা নহে।

ব্রহ্ম জগল্লীন (immanent) হইলেও জগদতিরিক্ত (transcendent)। তিনি জীবজগতের উপাদানকারণ, এবং অন্তর্যামী দেবতারূপে সংসারে ওতপ্রোতভাবে বিলীন হইয়া আছেন। ব্রহ্মকার্যরূপে চরাচরের প্রতি অণু পরমাণু ব্রহ্মাত্মক ও ব্রহ্মসত্তাময়। যেরূপ মৃত্তিকার কার্য মৃন্ময় ঘটে মৃত্তিকা ভিন্ন আর কিছুই নাই, সেরূপ ব্রহ্মের কার্য বিশ্বজগতে সকলই ব্রহ্ম। কিন্তু জগতে এরূপভাবে নিহিত থাকিলেও, ব্রহ্ম জগদতিরিক্ত। তাঁহার সম্পূর্ণ প্রকাশ এই ক্ষুদ্র জগতে সম্ভবপর নহে। যেরূপ অগ্নি একটি ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গকে পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত হইলেও তাহাকে অতিক্রম করিয়া আছে, সেরূপ ব্রহ্ম জগদ্‌ব্যাপী হইলেও জগতের বহির্ভূত।

ব্রহ্ম পুরুষোত্তম। রামানুজের মতে, শঙ্করের ব্রহ্ম 'পুরুষ' নহেন, শূন্যগর্ভ মানসিক ধারণা মাত্র। যুক্তিতর্কের সাহায্যে কোনো প্রকারে ঈদৃশ নির্গুণ, নির্বিকার ও নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের অস্তিত্ব প্রমাণ করা গেলেও উহা ন্যায়ানুমোদিত, শুষ্ক ও বস্তুত্ববিহীন ভাব (idea) মাত্রে পর্যবসিত হইবে। যেরূপ, যুক্তির সাহায্যে শর্করার তিক্ততা প্রমাণিত হইলেও উহা প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে, অলীক কল্পনাই মাত্র, সেরূপ শঙ্করের ব্রহ্মও কথার কথা মাত্র, প্রকৃত সত্য নহে। বস্তুতঃ, ব্রহ্ম "পুরুষোত্তম," সকল গুণবিমণ্ডিত পরিপূর্ণ সত্তা। জগতে যে-সকল সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ পুরুষে দৃষ্ট হয়, তাহারই পরিপূর্ণ বাধাহীন বিকাশ একমাত্র ব্রহ্মেই; উপরন্তু, তিনি অপরাপর বহু অচিন্ত্য গুণ ও শক্তির আধার, অতএব তিনি পুরুষোত্তম।

রামানুজের মতে ঈশ্বর ও ব্রহ্মে কোনোরূপ প্রভেদ নাই। বস্তুতঃ, শঙ্করের ব্যাবহারিকস্তরীয় ঈশ্বর এবং রামানুজের ব্রহ্ম সমগুণে বিভূষিত। প্রভেদ এই যে,

শঙ্করের মতে পারমার্থিক স্তরে ঈশ্বর বাধিত বা মিথ্যা হইয়া যান, রামানুজ মতে ঈশ্বর অথবা ব্রহ্ম পারমার্থিক সত্য ও অবাধিতস্বরূপ। রামানুজমতে বিষ্ণুই ব্রহ্ম অথবা ঈশ্বর এবং লক্ষ্মী তাঁহার নিত্য-সহচরী।

চিৎ

জীবের স্বরূপ, গুণ, পরিমাণ, সংখ্যা ও প্রকারভেদ

ব্রহ্মেরই ন্যায় জীবাত্মাও জ্ঞানস্বরূপ ও অজড়। সংসারী জীব দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও আত্মার সমাহার। তন্মধ্যে দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বুদ্ধি জড় প্রকৃতির কার্যরূপে জড়স্বভাব; আত্মাই কেবল অজড়। দেহ ও ইন্দ্রিয়বর্গ যে অজড়স্বভাব, অচেতন, তাহা সর্ববাদিসম্মত; কিন্তু সাধারণতঃ, প্রাণ, মন ও বুদ্ধিকে অজড় ও চেতন বলিয়া পরিগণিত করা হয়। যথা, পাশ্চাত্য দর্শনে দেহ ও মনকে পরস্পরের বিরুদ্ধধর্মী বলিয়া গ্রহণ করা হয়। দেহ অচেতন ও বিস্তারবিশিষ্ট (extended), মন চেতন ও বিস্তার-বিহীন। কিন্তু ভারতীয় দর্শনের মতে মনও দেহেরই ন্যায় অচেতন ও জড়াত্মক। মনের অপর নাম অন্তঃকরণ, এবং চক্ষু প্রভৃতি অন্যান্য বহিঃকরণের ন্যায় মনও স্বভাবতঃ চৈতন্যবিহীন। মনের ন্যায় প্রাণও অচেতন ও জড়স্বভাব। প্রাণ বায়ুর অবস্থা বিশেষ। শ্বাসপ্রশ্বাস, ভুক্ত অন্নপানাদির পরিপাক প্রভৃতি প্রাণের কার্য। বুদ্ধি অন্তঃকরণের ধর্মরূপে স্বয়ং জড়স্বভাব। আত্মাই একমাত্র অজড় ও চেতন। সুতরাং আত্মা যেরূপ দেহেন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন, তদ্রূপ মন, প্রাণ ও বুদ্ধি হইতেও পৃথক্-স্বভাব। এই-সকল জড়বস্তুর সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া আত্মা জীবরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। ইহারা আত্মার উপকরণ মাত্র এবং আত্মারই দ্বারা পরিচালিত। ইহাদের সাহায্যে আত্মা স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন করে। আত্মার উদ্দেশ্য দুইটি— ভোগ ও অপবর্গ, অর্থাৎ, সংসারে জন্মগ্রহণপূর্বক কৃতকর্মের ভোগ দ্বারা ক্ষয়, এবং পরিশেষে সংসারচক্র হইতে চিরমুক্তি অথবা অপবর্গ।

জীব জ্ঞানস্বরূপ হইলেও জ্ঞাতা; অর্থাৎ জ্ঞান জীবের স্বরূপ ও ধর্ম উভয়ই। এ স্থলে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে— 'স্বরূপ' ও 'ধর্মে'র প্রভেদ কি? একটি বস্তুর স্বরূপ ও ধর্ম অথবা গুণ বিদ্যমান; এবং গুণনিচয়ের মধ্যেও, কতিপয় নিত্য ও স্বাভাবিক, কতিপয় অনিত্য ও আগন্তুক। এইরূপে, বস্তু স্বরূপ ও গুণের সমাহার। বস্তুর গুণ

Scanned with CamScanner